নির্বাচনের তারিখ প্রত্যাখ্যান শিক্ষার্থীদের

ইত্তেফাক ডিজিটাল ডেস্ক

প্রকাশ : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ০১:৩০

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন আগামী ১৭ ডিসেম্বর হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে প্রশাসন। গত শুক্রবার রাত সোয়া ৯টার দিকে এ ঘোষণা দেন উপাচার্য অধ্যাপক সরওয়ার উদ্দিন চৌধুরী। তবে নির্বাচনের তারিখ প্রত্যাখ্যান করেছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

শনিবার ভোরে আন্দোলনকারীদের পক্ষে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী দেলোয়ার হাসান বলেন, ‘শাকসুর ঘোষিত তারিখ আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। ১২ ডিসেম্বরের আগে যে কোনো এক দিন নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে। আমরা প্রশাসনকে শনিবার রাত ৯টা পর্যন্ত সময় দিচ্ছি। এর মধ্যেই নতুন তারিখ ঘোষণা করতে হবে। তা না হলে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলবে। একই সঙ্গে শীতকালীন ছুটি বাড়ানোর প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে সব শিক্ষার্থীই প্রত্যাখ্যান করেছে।’ তবে গতকাল রাত ৯টার পরও এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানায়নি প্রশাসন।

এদিকে শনিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি সিন্ডিকেট সভা আহ্বান করা হয়। সভায় শাকসু নির্বাচন ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভা শেষে শাকসু নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন উপাচার্য। রাত সাড়ে ৯টার দিকে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বৈঠক চলছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক সরওয়ার উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম, জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. রফিকুল ইসলাম, সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. জহির বিন আলম, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স

বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মন্তাবুর রহমান, স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সেসের ডিন অধ্যাপক ড. জসীম উদ্দিন, সৈয়দ মুজতবা আলী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সেলিম ও রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদির।

বিএনপি নেতা আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী জানান, সভায় শাকসু নির্বাচন, শিক্ষকদের সমস্যাসহ বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়েছে। শাকসু নির্বাচনের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত জানাবে।

শাকসু নির্বাচন বিলম্ব হওয়ায় কয়েক দিন ধরে আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার রাতে সংবাদ সম্মেলন করে তপশিল ঘোষণার কথা থাকলেও শুধু ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচনের কথা জানান উপাচার্য। পরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচনে ভোটার ও প্রার্থী হওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ এবং ২১ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত শীতকালীন ছুটি পরিবর্তন করে ২৮ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সব ক্লাস ও অফিস বন্ধ থাকার কথা জানানো হয়।